দুনিয়ার মজদুর এক হও

২২ মে কমরেড মনিরুজ্জামান তারা'র শহীদ দিবস পালন করুন!

"ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের মধ্য থেকে সংগঠক তৈরি করুন। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের মধ্য থেকে সংগ্রামের নেতা তৈরির লাইনের সামনে যে কোন বাধার ওপর নজর রাখুন। তাহলে এভাবেই আমরা পার্টি নেতৃত্বকে বেঠিক হাতে যাওয়া থেকে আটকাতে পারবো। বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুর অনুচরদের দখলকে আটকাতে পারবো। অর্থাৎ পার্টিকে বাঁচাতে পারবো। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের নেতৃত্বকারী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।" -কমরেড চারু মজুমদার

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) এর প্রথম শহীদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড মনিরুজ্জামান তারা। পূর্ববাঙলায় সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই নির্ভীক শ্রেষ্ঠসন্তানকে ১৯৭৫ সালের ২২ মে হত্যা করা হয়। তৎকালীন ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবের রক্ষীবাহিনী '৭৫ সালের মার্চ মাসে কয়েকজন কমরেডসহ তারা'কে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পরে রক্ষীবাহিনীর হেফাজতে এই মহান বিপ্লবীর উপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন। ফ্যাসিস্ট মুজিব তার নিজের সৃষ্ট আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে, ব্যাক্তির গণতান্ত্রিক অধিকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে কমরেড তারা'র লাশ সিরাজগঞ্জের রাস্তায় ফেলে রাখে। কমরেড তারা মৃত্যুঞ্জয়ী বীর, জনগণের মুক্তির অগ্রযোদ্ধা। তৎকালীন সময়ে খুব সঠিকভাবেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও চিন্তাধারা (যাকে আজকের দিনে এককথায় মাওবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়) এবং কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে কমরেড তারা পূর্ববাঙলার বিপ্লবের পথকে বিকশিত করেছেন। হাজার হাজার কমরেডের রক্তপিচ্ছিল পথকেই সাহসের সাথে আলিঙ্গন করেছেন আমাদের এই মহান নেতা। শত্রু শোষকশ্রেণীর প্রতি তীব্র শ্রেণীঘৃণা ও জনগণের প্রতি অপরিসীম ভালবাসায় কমরেড তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন সংসদীয় সংস্কারবাদী রাজনীতি। পূর্ববাঙলার ইতিহাসে জনগণের মুক্তির লাল নিশান জনযুদ্ধের পথকে জীবন দিয়ে রক্ষা করেছেন এই অমর বিপ্লবী। কমরেড তারা বিশ্বাস করতেন আত্মত্যাগ ও আত্মরক্ষার মধ্যে কোন মাঝামাঝি পথ নেই। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন থেকে তিনি বিপ্লব ও জনগণের স্বার্থকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। পার্টি সংগঠনের কাজে তিনি সর্বদা অবিচল থেকেছেন। তিনিই জনগণের আদর্শ নেতা।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, আজকে জীবন জীবিকার কোন নিশ্চয়তা নাই। দরিদ্র জনগণ পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে। অন্যদিকে, বড় জমির মালিক, লুটপাটকারী ব্যবসায়ী, ঘুষখোর আমলারা বহাল তবিয়তে রাজকীয় জীবনযাপন করছে। এই বৈষম্যের মূলে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সেই আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক পূর্ববাঙলার শাসকশোষক শ্রেণী ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী বাকশালী শত্রুদের উচ্ছেদ করে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মার্কিনসহ অন্যান্য সকল সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসী থাবা পূর্ববাঙলার জনগণ কোনদিনও মানবে না।

তাই শত শত বীর শহীদের রক্তের শপথ নিয়ে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে শ্রেণীশত্রুদের খতম ও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎখাতের জন্য গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে হবে। আঞ্চলিকভাবে মুক্ত এলাকা দখল ও টিকিয়ে রাখার জন্য বীর জনতার সহায়তা ও উদ্যোগে গেরিলা যুদ্ধের ঢেউকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে জনযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এলাকায় এলাকায় জনগণের ঘৃনিত শ্রেণীশত্রুদের চিহ্নিত করে গণআদালতে তাদের বিচার ও খতম করতে হবে। সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলাই আজকের দিনে বিপ্লবী কর্তব্য। সকল প্রকার ঘৃণ্য সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ও মধ্যপন্থাকে পরিত্যাগ মাধ্যমে কমরেড তারাসহ সকল বিপ্লবী যোদ্ধার রক্তরঞ্জিত লাল পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরি।

মহান কমরেড মনিরুজ্জামান তারা আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলা, বিকশিত করা এবং পূর্ববাঙলার জনগণের প্রকৃত মুক্তিই হোক আমাদের শহীদ দিবসের শপথ।

কমরেড মনিরুজ্জামান তারা লাল সালাম ***পূর্ববাঙলার জনযুদ্ধ জিন্দাবাদ***

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ মাওবাদ জিন্দাবাদ ***মহান শিক্ষক চারু মজুমদার অমর হোন***

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি মে/২০২২